মমতাজের ৬শ ক্যাসেটে ৫ হাজার গান। হাজার কোটি টাকার ক্যাসেট বিক্রি

অডিও বাজারের বড় অংশ লোকজ গানের। বাজারের মূল ধারা

ব্যান্ড ক্যাসেটের মূল ক্রেতা মেট্রো প্রজন্ম। প্রতিযোগিতা তিনটি গ্রুপে

বাংলাদেশী যে কোনো শিল্পীর একক ক্যাসেটের তুলনায় হিন্দি ক্যাসেট চলে বেশি

মমতাজ এবং অডিও বাজার

মমতাজ দেশীয় লোকজ সংস্কৃতির প্রতীক। ৮ বছরে ক্যাসেট বেরিয়েছে ৬০০। শহুরে মানুষ তাকে চেনে না। নগরের শিল্পীদের মতো আলোচনায়ও নেই তিনি। প্রচার প্রচারণা ছাড়াই তার ক্যাসেট বেরোলেই লাখ লাখ ক্যাসেট চলে। এই মমতাজদের ওপর নির্ভর করেই অডিও শিল্পের বিকাশ ঘটছে... লিখেছেন **সাইফুল হাসান**

যদি প্রশ্ন করা হয় কুইজ হিসেবে বাংলাদেশে সবচে' বেশি ক্যাসেট চলে কোন শিল্পীর তাহলে যে নামটা পাওয়া যাবে তা শুনে অবাক হবেন অনেকেই। নাগরিক পাঠকদের অনেকেই পাল্টা প্রশ্ন করতে পারেন– কে এই শিল্পী? পরিচয় দেয়ার আগে চলুন ঘুরে আসা যাক তার ঘরের ড্রইংরুমের ভেতর থেকে।

ঢাকার রামপুরা টিভি স্টেশনকে পেছনে ফেলে যে আধুনিক নতুন ঢাকা গড়ে উঠছে তারই একটি বাড়িতে তিনি থাকেন চারতলায়। আমরা যখন তার বাড়ি খুঁজে পেতে পাকস্থলির মতো অলিগলিতে হারিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তিনি আমাদের নেভিগেট করেন তার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। গনগনে দুপুর। নতুন শহর নির্মাণ চলছে। তাই ধুলোবালির আগ্রাসন। ড্রইং রুমের টেলিভিশনে আকাশ-সংস্কৃতি। দেয়ালে সাঁটানো নানা পোস্টার– রিটার্ন টিকেট, চাকের মধু– এগুলো সবই অডিও ক্যাসেটের পোস্টার। কিছুক্ষণ পর সালোয়ার-কামিজ পরা সাদাসিধে, ঘাড় ছোঁয়া চুলের যে মানুষটি আমাদের স্বাগত জানালেন তিনিই এসব ক্যাসেটের শিল্পী– মমতাজ। তাকে এবং তার ক্যাসেট নিয়ে অডিও বাজারে অনেক কিংবদন্তি চালু। তার দু' একটা এমন– একটি ক্যাসেট প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছে দু' বছরের। বিনিময়ে ৪০ লাখ। প্রতি সপ্তাহে তিনি নতুন ক্যাসেট বের করেন, সপ্তাহে চারদিন করেন কনসার্ট গ্রামেগঞ্জে। পাঁচ লাখ টাকার টিকেট বিক্রি হয় এক রাতের সেই অনুষ্ঠানে। এসবই অডিও বাজারে মুখে মুখে চালু থাকা গাল গল্প। সত্য হচ্ছে– গত আট বছরে তার ক্যাসেট বের হয়েছে ৬শ'। সাক্ষাৎকারের জন্য সময় বের করতে তার হিসেব কষতে হয়েছে প্রোগ্রাম শিডিউল দেখে। ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ মার্চ– টানা এই চারদিন বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে তার অনুষ্ঠান। একটার কথা বলছিলেন তিনি নিজেই– বাসে যেতে হবে অনেক পথ। সেখান থেকে ট্রলার। তারপর একজন অপেক্ষা করবেন তাকে মোটর সাইকেলে তুলতে। সঙ্গীরা যাবেন পায়ে হেঁটে, কারণ গন্তব্য দুর্গম।

এটা বলছিলেন মমতাজ। আর আমরা যা দেখেছি– ড্রইংরুমে বসে আছেন জনা বারো দর্শনার্থী। দু'জন এসেছেন বিশ্ব অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে, বাকিরা পার হয়ে এসেছেন যমুনা সেতু, উত্তরাঞ্চল থেকে। বায়না করতে এসেছেন। কারণ তারা মমতাজকে নিয়ে যেতে চান যুক্তরাষ্ট্রে অথবা রাজবাড়ি। চেয়ারের অভাবে দাঁড়িয়েও আছেন অনেকে।

তিনি কোনো মন্ত্রী বা রাজনীতিক নন, নন অভিনয় বা টিভি স্ক্রিনের তারকা। সে কারণে নাগরিক মধ্যবিত্ত মেট্রোপলিটন জীবনে মমতাজের পরিচয় নেই, কিন্তু তার নতুন কোনো ক্যাসেট বের হলেই চলে পাঁচ লাখ কপি। কারা শোনেন মমতাজের গান?

যেভাবে শুরু

মানিকগঞ্জ জেলার ভাকো গ্রামে তার জন্ম। পরিবারের অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় বাবা মধু বয়াতীকে গান করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। বয়াতীর তিন ছেলেমেয়ের একজন মমতাজ। দরিদ্র পরিবারে জন্ম বলেই হয়তো মধু বয়াতী বা তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বড় কোনো স্বপ্ন দেখতেন না। বয়াতী যখন বারান্দায় বসে গান করতেন মমতাজ তখন বাবার কাছে বসে মাথা দোলাতো। বাবার পাশে ঘুরতে ঘুরতেই শৈশবে মমতাজ বেশ কিছু গান মুখস্থ করে ফেলেন। এলাকায় মধু বয়াতীর অনুষ্ঠান হলেই ছোট মেয়েটি তার সঙ্গে যেতে চাইতো। মেয়ে বলে বয়াতী তাকে সঙ্গে নিতেন না। মেয়েটির গানের গলা ভালো এমন প্রশংসা প্রতিবেশী ও বয়াতীর কাছে

পালাগান, বিচারগান বাদ দিয়ে বাংলা সংস্কৃতি হয় না

– মমতাজ বেগম

সাপ্তাহিক ২০০০ : সংক্ষেপে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়েই সাক্ষাৎকার পর্ব শুরু করতে চাইছি।

মমতাজ বেগম : আমি মমতাজ বেগম, বাবা মধু বয়াতি। তিনি বাউল গান করতেন। মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার ত্তাকো গ্রামে আমাদের বাড়ি।

২০০০ : আপনি সংগীত পরিবারের মেয়ে। আপনার বাবা কি এখনও গান করেন? আপনার অন্যান্য ভাই-বোনেরাও কি গানের সঙ্গে যুক্ত।

মমতাজ : আমি যখন থেকে নিয়মিত গান করতে শুরু করি তখন থেকেই বাবা বাইরে প্রোগ্রাম করা বাদ দিয়েছেন। তিনি যেহেতু শিল্পী তাই এখনও ঘরে বসে মাঝে মাঝে গান করেন। সুর আর রক্তে সজ্জায় তিনি মূলত বাউল শিল্পী। অন্য ভাই-বোনেরা কেউ ওভাবে গান করে না।

২০০০ : আপনি গান শুরু করেন ঠিক কবে থেকে? এবং কিভাবে?

মমতাজ : দশ বছর যাবৎ আমি মঞ্চে পালাগান করছি। আর গান গাওয়ার শুরু সেই ছোটবেলা থেকেই, বাবার সঙ্গে গান করতাম। বাবার কাছে বসতে বসতেই ছোটবেলায় কিছু গান আত্মস্থ হয়ে যায়। মঞ্চে গান গাওয়ার জন্য বাবার সঙ্গে যেতে চাইতাম। তিনি কিছুতেই নিতে চাইতেন না। একবার আমাদের ওখানে একটা মেলায় বাবার সঙ্গে আমার গান গাওয়ার কথা। স্কুল শেষ করে আসতে আসতে প্রোগ্রাম প্রায় শেষ। তখন মঞ্চে ওঠে বিচ্ছেদের গান গাইলাম। ওটাই আমার জীবনের প্রথম মঞ্চ প্রোগ্রাম। তারপর থেকেই দশ জায়গায় যাই, গান করি।

২০০০ : কোন ধরনের গান দিয়ে আপনি কেরিয়ার শুরু করেন?

মমতাজ : বাউল গান দিয়েই আমার শুরু। বাউল গানের প্রতি ঝোঁক দেখে বাবা আমাকে সঙ্গীত গুরু মাতাল কবি রাজ্জাক দেওয়ানের কাছে পাঠান। তার কাছে বাউল, বিচার, পালা অনেক ধরনের গান শিখি। ইদানীং কিছু কিছু মডার্ন ফোকও করছি। কিন্তু আমার সকল ব্যস্ততা পালাগান নিয়েই।

২০০০ : আপনি তো এখন বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী। শুরুতে হয়তো ভাবেননি কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে আপনার কি কখনও মনে হয়েছে যে আপনি কেনো গান করতে এলেন?

মমতাজ : কখনও কখনও যে ভাবিনি তা নয়। বিষয়টা নিয়ে যে গভীরভাবে ভেবেছি তাও নয়। বাবার গান শুনে এলাকার মানুষজন প্রশংসা করতো। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে গান গাওয়ার জন্য তার ডাক আসতো। আমার মনে হতো ইস্ আমি যদি এমন হতে পারতাম! ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতাম আমি কোনো এক পাড়াগাঁয়ে মঞ্চে গান করছি, সামনে হাজার হাজার দর্শক। গান শেষে দর্শকরা হাতে তালি দিচ্ছে, অনুরোধ করছে আরো গাওয়ার জন্য। সত্যি কথা বলতে মনের কোণে লুকিয়ে থাকা এই স্বপ্নই আমাকে শিল্পী বানিয়েছে।

২০০০ : এ পর্যন্ত আপনার গাওয়া ক্যাসেটের সংখ্যা কতো?

মমতাজ : সঠিক কোনো হিসাব আমার কাছেও নেই। তবে প্রায় ৬শ' হবে। আমি চেষ্টা করছি প্রথম থেকে এ যাবৎ পর্যন্ত বেরুনো সব ক্যাসেটের তালিকা করতে।

২০০০ : ক্যাসেট করা শুরু করেন কতো সাল থেকে? এতো ক্যাসেট কিভাবে সম্ভব? গত ৮ বছরে যদি আপনার ৬শ' ক্যাসেট বের হয়ে থাকে তাহলে হিসাবটা এরকম বছরে ৭৫ টি মাসে সোয়া ৬টি এবং পাঁচ দিনে একটি। স্টুডিও থেকে বের হওয়ার সময় পেয়েছেন আপনি? এটা কিভাবে সম্ভব।

মমতাজ : আমার প্রথম ক্যাসেট বের হয় ১৯৯২ সালে। তারপর থেকে বেড়ে যাচ্ছেই। প্রথম দিকে এমনও হয়েছে যে, তিন দিনে দুটো ক্যাসেট নামিয়েছি। সবগুলো ক্যাসেটের গানই নতুন, সুরও নতুন। তবে গত দু'বছর ক্যাসেট করা কমিয়ে দিয়েছি।

২০০০ : যে হারে আপনার ক্যাসেট বেরোয় আপনি এতো গান কোথায় পান? সুরই বা কে করে দেয়?

মমতাজ : আমার জন্য অনেকেই গান লেখেন, সুর করেন। তাদের মধ্যে হাসান মিয়া, হাসান মতিউর রহমান, জাহাঙ্গীর আহমেদ রিজভী, ইথুন বাবু, মিল্টন খন্দকার, প্রণব ঘোষ প্রমুখ। আমি নিজও গান লিখি, সুর দেই। আমার কথা ও সুরে একটি ক্যাসেট বেরিয়েছিল কালো কোকিলা শিরোনামে। ২০০০ সালের 'রিটার্ন টিকেট' অ্যালবামটি সুপার-ডুপার হিট। এর মধ্যে আমার লেখা দুটো প্রেমের গান রয়েছে।

২০০০ : আপনাকে মানুষ চেনে বাউল বা পালাগানের শিল্পী হিসেবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রোতাই থাকেন গ্রামে। আপনি বলছেন যে এখন আপনি মডার্ন ফোকও করেন। এর ফলে কি আপনি শ্রোতা হারাচ্ছেন?

মমতাজ : আমি বলবো যে না। কারণ আমি জানি, বিশ্বাস করি লক্ষ লক্ষ শ্রোতা যারা আমার ক্যাসেট কেনে তারা কিনবেই। পালাগান, বিচারগান বাদ দিয়ে মমতাজ হয় না। এসব গান বাদ দিয়ে বাংলা সংস্কৃতিও হয় না। এটাই মূলস্রোত বাংলা গানের আমি মডার্ন ফোক গান করছি তার পেছনে একটা কারণ ও দুঃখবোধ আছে। আমার এতো ক্যাসেট বের হয়েছে। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষ আমাকে চেনে। কিন্তু শহরের মানুষ আমাকে চেনে না। মডার্ন ফোক করার ফলে শহরের মানুষও কিন্তু এখন আমাকে চেনে। সত্যি বলতে কি মডার্ন ফোক করে আমি যেমন শান্তি পাই না, তেমনি আমার গানটাকে সেভাবে মনের মধ্যে নিতে পারে না শ্রোতারাও।

২০০০ : আচ্ছা, আপনার গানে এমন কী আছে যার জন্য লাখ লাখ ক্যাসেট বিক্রি হয়, টিকেট কেটে হাজার হাজার দর্শক আপনার আসা লোকজন বলতো।

আশির দশকের শেষ দিকের কথা। ভাকো গ্রামের পাশেই একটা 'পীর ফকিরের' মেলা। আয়োজকরা বয়াতীকে বললেন এবার বাবা-মেয়ে দু'জনেই গান করবে। বয়াতী প্রথমে সংকোচ করলেও পরে মত দেন। মমতাজ নামের মেয়েটি স্কুলে শিক্ষকদের বুঝিয়ে অনুষ্ঠানে হাজির হতে হতেই অনুষ্ঠান প্রায় শেষ। বাবার পা ছুঁয়ে প্রথম মঞ্চে উঠলেন তিনি। হাজার দর্শকের সামনে তিনি

রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিনের ক্যাসেট চলে সারা বছর। ক্রেতা সংখ্যা অপরিবর্তনীয়

গাইলেন একটি বিচ্ছেদ গান। সে-ই শুরু। তারপর এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রাম, সেখান থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গান করছেন মমতাজ। গানের প্রতি আগ্রহ দেখে মেয়েকে মধু বয়াতী একজন সংগীত গুরুর হাতে দিলেন। সেখানে মমতাজ বাউল, লালন, পালা গান, হাদিস-কোরআন শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান নিলেন। মমতাজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তার বাবা-মা সন্দিহান ছিলেন। মমতাজের গুরু মাতাল কবি রাজ্জাক দেওয়ান তাকে বললেন, মা তোর গলা ভালো। চেষ্টা আর সাধনা থাকলে অনেক দূর পৌঁছাতে পারবি। মমতাজ বলেন, 'আমি যখন বাইরে গান গাওয়া শুরু করলাম, বাবা জনসমক্ষে গান গাওয়া ছেড়ে দিলেন। বললেন উগ্র গান যেনো না করি। পরের জায়গা দখলের চেষ্টা করতেও মানা করলেন। আর কিছু বললেন না। এমনকি আমার গানের প্রশংসাও না। যখন পরিচিতি পাইনি তখনও আমার অনুষ্ঠানে প্রচুর লোক হতো। আর দিন যতো যাচ্ছিল অনুষ্ঠানে দর্শকও ততো বাড়ছিলো। '৯০ সালের শেষ দিকে কেউ একজন তাকে পরামর্শ দেয় ক্যাসেট করার। ক্যাসেট করবে এমন কোম্পানি কোথায়? কিংবা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে এমন লোকও তার ছিলো না। সে

গান শুনতে আসে?

মমতাজ : সেটা শ্রোতারাই ভালো বলতে পারবেন। আমার গানে মাটি, মানুষ, আত্মার মুক্তি, ধর্মের কথা থাকে। আমি গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের জন্য গান গাই। কৃষকের জন্য গান গাই। আমার গানে তাদের কথাই থাকে। তাদের কথাই আমি গানের মাধ্যমে বলি। আমি গানে ঢোল, একতারা, বেহালা, টুংরি ব্যবহার করি। এসব যন্ত্রপাতিই আমাদের গ্রামের মানুষের জীবনের সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে। গ্রামাঞ্চলে যেহেতু দেশের বেশির ভাগ মানুষ বাস করে সেহেতু তাদের দুঃখ-বেদনা-আনন্দের কথা বললে তারা আপনার গান শুনতে আসবেই।

২০০০ : আপনি রেডিও, টেলিভিশন, ফিল্মেও গান করেছেন। রেডিও-টিভিতে কি করে এলেন?

মমতাজ : রেডিওতে অডিশন দিয়েই ঢুকেছি। ১৯৯৫ সালের পল্লীগীতির অনুষ্ঠানে প্রথম রেডিওতে গান করি। এরমধ্যে ৫ শ' ক্যাসেট বের হয়ে গেলেও আমি টিভিতে প্রোগ্রাম করতে পারিনি। হানিফ সংকেত ইত্যাদির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাকে প্রথম টেলিভিশনে নিয়ে আসেন। একুশে টেলিভিশনের উদ্বোধনের সময়ও গান গেয়েছিলাম। 'দৌড়' নামক একটি ছবিতে গান গেয়েছি। এটাও বাউলদের গান। গানটি রাধা বল্লব সরকার নামক বিখ্যাত বাউল শিল্পীর লেখা।

২০০০ : আপনি যে সব কনসার্টে গান করেন সেখানে পুরুষ শ্রোতার মতো মহিলাও কি আসেন? মাসে কতগুলো কনসার্ট করেন?

মমতাজ : ইচ্ছে করলে প্রতিদিনই কনসার্ট করতে পারি। পেরে উঠি না। বিশ্রাম নেয়ারও ব্যাপার আছে। তবে শীতকালে ইচ্ছে না থাকলেও প্রায় প্রতিদিন কনসার্ট করতে হয়। কারণ ঐ সময় কৃষকদের ঘরে ধান থাকে। পকেটে দুটো পয়সা থাকে। দূর-দূরান্ত থেকে এ সমস্ত লোকেরা তাদের এলাকায় প্রোগ্রাম করার জন্য বায়না দিতে আসে। প্রোগ্রাম হলে নারী-পুরুষ সবাই আসে। তবে যে সব এলাকায় ধর্মীয় গোড়ামি আছে সেসব এলাকায় মেয়েদের গানের প্রোগ্রামে আসতে দেয় না।

২০০০ : মঞ্চ অনুষ্ঠানের সময় আপনার সহশিল্পী কারা থাকেন?

মমতাজ : পরেশ আলী দেওয়ান, মাখন দেওয়ান, মুকন্দ দেব, আলেয়া, আকলিমা, ইদানীং এসডি রুবেল, মনির খানদের সঙ্গেও স্টেজ প্রোগ্রাম করছি।

২০০০ : আপনাদের গানে তো পরকীয়া প্রেম মানে মামী-ভাগ্নের সম্পর্ক, শরীর, যেগুলো সমাজ অনুমোদন করে না– এসবও থাকে।

মমতাজ : থাকে। কিন্তু কেউই বিষয়টা বোঝে না। মামী-ভাগ্নের প্রেমের যে গান সেটাও শাস্ত্র দিয়েই বলি। যেমন রাধা-কৃষ্ণ বাহ্যিক সম্পর্কে মামী-ভাগ্নে। তাদের মধ্যে প্রেম ছিলো। হিন্দু শাস্ত্রে এই প্রেম স্বীকৃত। এই প্রেমের মর্মার্থ না বুঝলে হবে না। কালে কালে যুগে যুগে তাদের প্রেম ছিলো। এটা নিয়ে আমরা গান করেছি। কিছু চটুল গানও কখনও কখনও গাইতে হয় স্টেজ ঠান্ডা রাখতে। তাছাড়া রস না থাকলে তো বাউল হওয়া যায় না। শাস্ত্রে আছে পঞ্চ রসে হয় সাধু, অষ্ট রসে বাউল।

২০০০ : দিলরুবা খান, কাঙ্গালি সুফিয়াদের গানের সঙ্গে আপনার গানের পার্থক্য কোথায়?

মমতাজ : উনারা তো পালাগান করেন না। বাংলাদেশের প্রচলিত ধারার জনপ্রিয় গানগুলো করেন। আমরা যে ধারার গান করি আমাদের শুধু গান করলেই হয় না। হাদিস-কোরআন, অন্যান্য শাস্ত্র সম্পর্কে প্রচুর জানতে হয়। না জানলে পালাগান করা যায় না।

২০০০ : বিশেষজ্ঞরা আপনার গান সম্পর্কে কি বলেন?

মমতাজ : যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে সকলে প্রশংসাই করেছে। কেউ উপেক্ষা করেনি। আমাদের গান নিয়ে অনেকের নাক সিটকানো ভাব আছে। তারা গান না শুনেই এমন মন্তব্য করে বলে আমার ধারণা।

২০০০ : গান গেয়ে কি পরিমাণ সম্মানী পান?

মমতাজ : আগে তো টাকা পেতাম না। প্রথম ক্যাসেট করার পর কোনো টাকা পাইনি। পরে ক্যাসেট প্রতি কেউ এক, দু'হাজার টাকা দিয়েছে। এখনও অন্যান্যদের তুলনায় আমাদের সম্মানী অনেক কম।

২০০০ : অডিও বাজার প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে যে দেশী গানের চেয়ে অনেক বেশি চলে হিন্দি ক্যাসেট। হিন্দি গানের যে অবস্থা তাতে কিছুদিন পর মার্কেটে তো বাংলা ক্যাসেট পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়বে।

মমতাজ : হ্যাঁ এ কথা তো ঠিকই, হিন্দি গান ঠেকাতে হলে আমাদের মাটি মানুষের গানের কাছে যেতে হবে। শুধু গান করলেই হবে না– ভালো গান, ভালো সুর করতে হবে। এটা না হলে বাজার তো হারাবোই। সবাই দায়িত্ব নিলে হিন্দি গানের প্রসার ঠেকানো সম্ভব। আরেকটা কথা হলো আমাদের মাটির যে গান তা কোনোদিনই ধ্বংস হবে না। কোনো গানই এসব গানের জায়গা দখল করতে পারবে না। নগরে ধীরে ধীরে শ্রোতা হয়তো কিছু কমে যাবে কিন্তু বিশাল গ্রাম-বাংলার মানুষের মন থেকে বিচার, পালা, বাউল, লালন, সাঁইদের গান কেউ মুছে ফেলতে পারবে না।

২০০০ : সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কলকাতায় তো আপনার ক্যাসেট ঢুকতে পারছে না।

মমতাজ : ওদের ক্যাসেট যেভাবে আসে, আমাদের ক্যাসেটও ঐভাবেই ওখানে যাচ্ছে। আমি কলকাতা, আসাম, ভুটান এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক প্রোগ্রাম করেছি। কলকাতাতেও আমার গাওয়া প্রচুর ক্যাসেট পাওয়া যায়।

২০০০ : আপনার মতে আপনার প্রিয় অ্যালবাম কোনটি?

মমতাজ : অনেক। তার মধ্যে 'ভাব বৈঠকী', 'মুর্শিদের তালিম', 'মানুষ-রতন', 'হীরা কাঞ্চন'। ডুয়েটের মধ্যে 'বাল্যবন্ধু', 'প্রেমের ড্রাইভার'।

২০০০ : আপনি গান কেনো করেন?

মমতাজ : ভালো লাগে। গান আমার রক্ত মাংসে। গান ছাড়া আমার জীবন হয় না। গান না করলে ভালো লাগে না।

সময় পালা বা লোকজ গানে আলেয়া, আকলিমার একচ্ছত্র দাপট। এর মধ্যে নতুন কোনো শিল্পীর ক্যাসেট করার ঝুঁকি কেউ নিতে চাচ্ছিলো না। অনেক কষ্টে দু' বছর পর তিনি একটি কোম্পানিকে ক্যাসেট করার জন্য রাজি করান। তাও বিনা পারিশ্রমিকে। ক্যাসেটটির নাম 'ভাব বৈঠকী'। প্রথম ক্যাসেটেই তিনি বাজার মাত করেন। এরপরের ঘটনার সবটাই ইতিহাস।

মমতাজের শ্রোতা যারা

কি আছে মমতাজের গানে? আছে মানুষের চিরন্তন অন্বেষণ আর স্বরূপ সন্ধান। লোকজ ভাষায় রসের মানুষ, ভাবের মানুষ বা অচিন পাখির চিরন্তন সন্ধানই মমতাজের গান। এই সন্ধানই মানুষ, তার প্রকৃতি। পশ্চিমা দুনিয়ায় আজ যে জনপ্রিয় র‍্যাপ সঙ্গীত তা থেকে কি খুব একটা আলাদা মমতাজের গান?

এই মুহূর্তে ঢাকা শহরে জরিপ করা হলে জনপ্রিয়তার দিক থেকে মমতাজের নাম প্রথম কুড়ি জনের মধ্যেও থাকবে না। অথচ নাগরিক বা ব্যান্ড শিল্পীদের যে ক্যাসেট বিক্রি হয় তার দ্বিগুণ বা তারও বেশি চলে মমতাজের ক্যাসেট। প্রশ্ন হচ্ছে, মমতাজের গানের শ্রোতা কারা? সাউন্ডটেক নিউ সুপার মার্কেটের কামাল

রুনা, সাবিনাকে অতিক্রম করছে নতুন প্রজন্ম

বলেন, 'আমাদের মূল ক্রেতা হচ্ছে গ্রামের কোটি কোটি মানুষ। তারা চটকদার, হেভি মেটাল গান শুনতে পছন্দ করে না। গ্রামের এই সব জনগোষ্ঠী হচ্ছে মমতাজদের মূল শ্রোতা। আপনি শহরের যুবক যুবতীদের কাছে জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে তারা মমতাজের নামই শোনেনি। গান শোনা তো দূরের কথা।' রাজবাড়ি জেলার মাছপাড়ার লিয়াকত বলেন, 'মমতাজ আমাদের এলাকায় প্রচন্ড জনপ্রিয়।' কেনো?

জেমস : এক গান গেয়ে সম্মানী ১ লাখ +

ফোক গানে জনপ্রিয় ডলি

কুমার বিশ্বজিত : নিজস্ব বৃত্তে

আঁখি আলমগীর : উঠে আসছেন

উত্তরে বলেন, 'মমতাজ তো শুধু গান গায় না। সে আমাদের সুখ-দুঃখের কথা গানের মাধ্যমে বলে। যেমন সব পার্বণ নিয়ে ওর গান আছে। জোতদাররা কিভাবে গরিব মানুষের জমি-জাতি দখল করে সেসব কথাও থাকে তার গানে। আবার বিচার গানে শরিয়ত-মারফতি

নগর বাউলেরাও তরুণদের হার্টথ্রব। লোকজ গান করে জনপ্রিয় হয়েছে অধিকাংশ গ্রুপ

আলোচনাও থাকে। ছোটবেলা থেকে এসবই দেখে আসতিছি।' শিল্পী মমতাজের নিজের ভাষ্য, 'বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে আমি প্রোগ্রাম করিনি। তবে দেশের এমন এলাকা কমই আছে যেসব জায়গায় আমি প্রোগ্রাম করিনি। মোট কতোটি স্টেজ প্রোগ্রাম করেছি বলতে পারবো না। আন্দাজে যদি বলি তবে ৫/৬ হাজার তো হবেই। এর ৯৫ ভাগ অনুষ্ঠানই গ্রামে।'

বাংলাদেশের ৮৫ ভাগ লোক যে গ্রামে বাস করে সেই জনপদের জীবনে উৎসব খুব কমই আসে। প্রযুক্তির সব সুবিধা ভোগ করে শহরের মানুষ। স্যাটেলাইট, এমপি থ্রি, ডিভিডি, কম্পিউটার, সিডি এমনকি সবচেয়ে প্রাচীন ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম টিভিও তাদের নাগালের বাইরে। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী কোনোভাবেই অলকা ইয়াগনিক, আইয়ুব বাচ্চু, বাবা সায়গল, জেমস বা রিকি মার্টিনের সঙ্গে পরিচিত হয় না। পরিচিত হলেও তারা গ্রহণ করতে পারে না। তাদের গান আবহমান বাংলার লোকজ গান। যেখানে শত চেষ্টাতেও পৌঁছতে পারে না মেট্রো শিল্পীরা। আর এসব গানই মমতাজরা গেয়ে থাকেন। এ কারণেই মমতাজ হয়ে ওঠেন তাদের কাছের মানুষ, খুব চেনা। শুধু মমতাজ নয়, লোকজ সংগীতের ধারায় যারা গান গায় তারা সবাই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত কমবেশি জনপ্রিয়।

লোকজ সঙ্গীত এবং অডিও বাজার

বাংলাদেশে বর্তমানে অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় তিন শ'। প্রতিদিনই এই সংখ্যা বাড়ছে। ১০ বছর আগেও অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান বলতে মানুষ সারগামকেই জানতো। বর্তমানে সঙ্গীতা, সাউন্ডটেক, প্রাইম অডিও, ডন, সোনালী, অডিও হার্ট, সিডি সাউন্ড... দীর্ঘ এই তালিকা। এই তালিকা থেকেই বোঝা যায় বিগত দশকে অডিওর ব্যবসা ক্যামন বেড়েছে! অডিও বাজারের বর্তমান চিত্র পাওয়া যায় অন্য একটি উদাহরণ থেকে। '৯৪ সালে বিভিন্ন রকমের ক্যাসেট বাজারজাত হয়েছিলো ১ কোটি কপির ওপরে। আর ২০০০ সালে বিভিন্ন ধরনের ক্যাসেট বাজারজাত হয়েছে প্রায় তিন কোটি কপি। এ বছর এ সংখ্যা ৫ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান-গুলো ধারণা করছে। কোনো ধরনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই অডিও শিল্প নিজস্ব একটা জায়গা করে নিয়েছে।

অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অডিওর মূল ক্রেতা দু'ধরনের। এক. শহরের টিনেজাররা ব্যান্ড, পপ, রক, হিন্দি, হেভি মেটাল, ইংরেজি গানের ক্রেতা। অন্যদিকে জারি-সারি, পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, লালন, পালা, বিচার, দেহতত্ত্ব, কবিগানের ক্রেতা গ্রামের। অডিও প্রযোজনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাসান মতিউর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশে মূলধারার গানের শ্রোতাই বেশি। এদের সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ। বাকি ১০ ভাগ ব্যান্ড, হিন্দি, ইংরেজি ক্যাসেটের ক্রেতা।' নিউ সুপার মার্কেটের সিডি সাউন্ড শুধুমাত্র ইংরেজি গানের ক্যাসেট বিক্রি করে। সিডি সাউন্ডের সেলিম আলী জানান, 'হোল সেলার হিসেবে প্রতিদিন আমরা ৫/৬ শ' ক্যাসেট বিক্রি করি।' সাউন্ডটেকের কামাল জানালেন, 'মমতাজ, মনির খান, স্বপ্না, আসিফ, তাদের ক্যাসেট শুধু মাত্র তার কাছ থেকেই কয়েক হাজার বিক্রি হয় প্রতিদিন।' কামাল নিজেও একজন পাইকারী বিক্রেতা। অর্থাৎ লোকজ সংগীতের ওপর নির্ভর করেই অডিও বাজারের বিকাশ ঘটছে। এসব গানের বাইরেও রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীতের আলাদা এক শ্রেণীর ক্রেতা আছে বলে জনালেন গীতাঞ্জলীর স্বত্বাধিকারী নাজমুল হক ভুঁইয়া খালেদ। সেই সঙ্গে তিনি জানান, 'বাংলা ছবির কথা ধরুন। খুব খারাপ অবস্থা। দর্শক শ্রমিক শ্রেণীর। গ্রামের নিরক্ষর মানুষ। এরাই আবার গানের বেলায় 'চুজি'। গ্রামে গেলে একজন লোকও খুঁজে পাবেন না যিনি বাংলা সিনেমার অশ্লীল গান গায়। শ্রোতারা ভালো গান চায়। চিরন্তন গানের অবদান এ কারণেই যুগ যুগ ধরে থাকে।' রেকর্ডিং-এর দোকানগুলো ঘুরে জানা গেছে– রবীন্দ্র সংহীত, নজরুল সংগীত মূলত শহর-গ্রাম সব জায়গাতেই চলে। তবে পাল্লাটা শহরের দিকেই ভারী। এছাড়া মান্নাদে, হেমন্ত, সলীল চৌধুরী, লতা মঙ্গেশকর, হৈমন্তী শুক্কাদের গানের অন্য সার্বজনীন একটা আবেদন আছে বলে অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলো জানায়। অডিও বাজারের একটি দিক হলো দেশীয় শিল্পীদের ওপর নির্ভর করেই প্রায় ১৫/২০টা রেকর্ডিং কোম্পানি হয়েছে। স্থানীয় শিল্পীদের দাবী হলো বাংলাদেশের রেকর্ডিং কোম্পানিগুলোর মান যথেষ্টভালো।

সম্মানী বেড়েছে বহুগুণ

গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করা যায়– ক'বছর আগেও এমন ধারণা ছিলো অলীক। অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে গত ১০ বছরে। শুধু জীবিকা নির্বাহ নয়। গাড়ি-বাড়ি, অর্থ-বিত্ত, সামাজিক প্রতিপত্তি সবই সম্ভব। আইয়ুব বাচ্চু,

পৃথিবীর সবদেশেই জনপ্রিয় লোকজ সুর। বিটিভির জনপ্রিয় এক অনুষ্ঠান ছিল মরমী

সংহারী ব্রিটনী স্পিয়ার্স, টিভি চ্যানেলের বদান্যতায় সীমানা ভাঙছে

জেমস, হাসান, এসডি রুবেল, মনির খান, এন্ড্রু কিশোর, রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন, মমতাজ, কনকচাঁপা এরা সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। গানই এদের পেশা। ২০ বছর আগে যারা গান করতো, তাদের কাছে এটা ছিলো অকল্পনীয়। আব্দুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, বশির আহমেদ কিংবা তাদের পরবর্তী যারা এসেছেন তারা গায়ক হিসেবে নাম পেলেও গান তাদের একমাত্র পেশা ছিলো না। অডিও ব্যবসায়ীদের নিজের চেষ্টায় অডিও শিল্প আজ প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই সম্ভবত চেনাসুরের স্বত্বাধিকারী হাসান মতিউর রহমান বলেন, 'পাইরেসি বলেন আর যাই বলেন, আমাদের কৃতিত্ব হলো বাংলা গানকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। এখানে সরকার বা অন্য কারো পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো না। শুধুমাত্র বাংলা গানের ক্যাসেটই প্রতি বছর কয়েক কোটি কপি চলে।'

ঢাকা শহরের বিভিন্ন অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান, রেকর্ডিং সেন্টার, শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে সম্মানী সম্পর্কে আনুমানিক একটা ধারণা পাওয়া গেছে। সম্মানীর হিসেবে দেখা যায়, বেশি চাহিদা ফোক ও পালা বিচার জাতীয় গানের শিল্পীদের। ব্যান্ডের মধ্যে জেমস, বাচ্চু, হাসানের চাহিদা সবার ওপরে। তপন চৌধুরী, শুভ্র দেব, কুমার বিশ্বজিৎ ও মনির খান অ্যালবাম প্রতি সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক নেন। অ্যালবাম প্রতি ৭ লাখ টাকা। অন্য আরেকটি সূত্র থেকে জানা গেছে– মনির খান, এসডি রুবেল এরা নেন সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক। এদের পারিশ্রমিক কোনোভাবেই ৬ লাখের বেশি নয়। এর মধ্যে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক নেন মনির খান, ৭ লাখ টাকা। এরপরেই রয়েছে কুমার বিশ্বজিৎ, রবি চৌধুরী, ডলি সায়ন্তনী, তপন চৌধুরী। এক সময়ের জনপ্রিয় শিল্পী শুভ্র দেব, শাকিলা জাফর এদের বাজার এখন নিম্নমুখী। অ্যালবাম প্রতি এরা পান সর্বোচ্চ তিন থেকে চার লাখ টাকা। রেকর্ড সংখ্যক অ্যালবামের শিল্পী মমতাজ পান মাত্র ৮০ থেকে ১ লাখ টাকা। বেবি নাজনীন, আঁখি আলমগীর, কানিজ সুবর্ণা, ফাতেমাতুজ জোহরা এদের অবস্থান একেবারে নিচের দিকে। অ্যালবাম প্রতি এরা পান সর্বোচ্চ দেড় থেকে ৩ লাখ টাকা।

এদের বাইরে শহর এলাকায় ব্যান্ড সঙ্গীতের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। বর্তমানে ব্যান্ডের অবস্থান এমন দাঁড়িয়েছে যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে মাত্র তিনটি ব্যান্ডের মধ্যে। এরা হচ্ছে– এলআরবি, নগর বাউল ও আর্ক। ২০০০ সালে ব্যান্ড শিল্পীদের রেকর্ড সংখ্যক ৫২টি মিক্সড অ্যালবাম বাজারে এসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে হিট অ্যালবাম হচ্ছে 'পিয়ানো'। এরপরেই 'নীরবতা'। মিক্সড অ্যালবামে গান প্রতি সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক নেন জেমস। তিনি গান প্রতি নেন প্রায় ১ লাখ টাকা। এরপরেই আছে আইয়ুব বাচ্চু ও হাসানের অবস্থান। আইয়ুব বাচ্চু গান প্রতি নেন ৮০ থেকে ১ লাখ। হাসান নেন ৮০ হাজার। শাফিন আহমেদ, মাকসুদ, পার্থ, বাপ্পা, বিপ্লব, নকীব খান এরা গান প্রতি সর্বোচ্চ পান ৪০ হাজার টাকা। অ্যালবাম প্রতি জনপ্রিয় ব্যান্ডগুলি নেয় সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৬ লাখ টাকা। ইদানীং ব্যান্ডের অ্যালবামগুলির বাজারও পড়তির দিকে। কারণ হিসেবে নিউ মার্কেটের একজন ক্যাসেট বিক্রেতা বলেন, 'ব্যান্ড শিল্পীদের সলো অ্যালবাম পাচ্ছে ক্রেতারা। একজন শ্রোতা যখন জেমস বা আইয়ুব বাচ্চুর একক গানের ক্যাসেট পাচ্ছে তখন তারা এলআরবি বা নগর বাউলের ক্যাসেট কিনবে কেন? তারপরও ব্যান্ডের ক্যাসেট যে বিক্রি হচ্ছে না তা নয়। তবে আগের তুলনায় অনেক কম চলে।

সম্মানী নিয়ে অডিও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব রয়েছে বলে কয়েকজন শিল্পী ২০০০-এর কাছে অভিযোগ করেন। সম্মানী নিয়ে মমতাজ বলেন, পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ীই আমি বেস্ট সেলার শিল্পী। অথচ আমাকে সম্ভবত সবচেয়ে কম সম্মানী দেয়া হয়। কত টাকা পান আপনি? টাকার অংক বলবো না। শুধু বলবো অনেক অনেক কম পারিশ্রমিক দেয়া হয় আমাকে। পার্থ বলেন, শুধুমাত্র টাকার কারণেই আমাদের সলো বা মিক্সড অ্যালবাম করতে হচ্ছে। ফলে ব্যান্ডগুলি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কর দেয়ার ভয়ে এসব অংকের হিসাব অনুমান নির্ভর। শিল্প ববং প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিক অংক গোপন করেন।

সংগীতা ও সাউন্ডটেক : দুই মোড়ল

অডিও বাজারে সংগীতা ও সাউন্ডটেক মোড়লের ভূমিকায় অবতীর্ণ। অ্যালবাম রিলিজ নিয়ে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চলছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। এ লড়াইয়ে এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে শিল্পীরাও। এই দুই প্রতিষ্ঠানের কারণে ছোট প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসা হুমকির সম্মুখীন। নিউ মার্কেটের এমন একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক বলেন, 'সংগীতা ও সাউন্ডটেকের কারণে আমরা প্রচন্ড ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। প্রতিষ্ঠান দুটির কারণে শিল্পীদের পারিশ্রমিক দিনকে দিন আকাশ-ছোঁয়া হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পীকে এরা চুক্তিবদ্ধ করে ফেলছে। ফলে ক্যাসেট করার জন্য আমরা শিল্পী পাচ্ছি না। আবার শিল্পী পেলেও তাদের দেয়ার মতো টাকা নেই। শুধু তাই নয়, যাদের ক্যাসেট করাই উচিত নয় তাদের ক্যাসেটও বের করছে এরা।'

সংগীতার সেলিম খান বলেন, হ্যাঁ আমাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা আছে। কিন্তু কারো ক্ষতি করে নয়। এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে মূলত লাভবান হচ্ছে শিল্পীরা। সুস্থ-প্রতিযোগিতার কারণেই

মনির খান, এস ডি রুবেল ফোক গানে বাজারের সর্বশীর্ষে। বেবি নাজনীন, রুক্সি ফোক গান গেয়ে জনপ্রিয়

শ্রোতারা ভালো ক্যাসেট পাচ্ছে, ভালো গান হচ্ছে। সাউন্ডটেকের সুলতান মাহমুদ বাবুল বলেন, 'এটা আমাদের ব্যবসা। ব্যবসায়িক কারণেই সব ধরনের ক্যাসেট করতে হয়। আগে একজন শিল্পী গানকে পেশা হিসেবে নিতে সাহস পেতো না। ন্যায্য পারিশ্রমিক দিচ্ছি বলেই অনেক নতুন শিল্পী গান পেশা হিসেবে নিতে পারছে।

সংগীতা অডিও ক্যাসেট প্রযোজনা শুরু করে ১৯৮৫ সালে। তাদের প্রথম প্রযোজনা ছিলো বলাই চন্দ্র শীলের প্যারোডি ক্যাসেট। সেই থেকে প্রতি বছরই সংগীতার প্রযোজনার সংখ্যা বেড়েছে। '৯০ সাল পর্যন্ত সংগীতা বাজারে গড়ে ৬০টি ক্যাসেট প্রোডাকশন করতো। '৯৪ সালে এসে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০-এ। যার মধ্যে আধুনিক, ব্যান্ড, কৌতুক, পল্লীগীতি, মরমী, হিন্দি, বাউল গান, সবধরনের ক্যাসেট আছে। বর্তমানে সংগীতা ও সাউন্ডটেক থেকে মাসে প্রায় একশ'র মতো ক্যাসেট রিলিজ হয়। অন্যান্য ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বছরেও এ পরিমাণ ক্যাসেট বের হচ্ছে না।

বাজার দখল করছে হিন্দি গান

অডিও বাজারে বিশাল অংশ দখল করে আছে হিন্দি গানের ক্যাসেট। বাংলাদেশী যে কোনো শিল্পীর একক ক্যাসেটের তুলনায় হিন্দি ক্যাসেট চলে বেশি। ব্যবসায়ীরা আশংকা করছেন এ অবস্থা চলতে থাকলে হিন্দি গান একটা সময় পুরো বাজারই দখল করে বসবে। অডিও ব্যবসায়ীরা আশংকা করলেও প্রত্যেকেই পাইরেসি করে হিন্দি ক্যাসেট বিক্রি করছে। খ্যাতনামা একটি অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের মালিক বলেন, '৯৫/৯৬ সাল পর্যন্ত কোটি কোটি টাকার পাইরেসি ক্যাসেট এসেছে। বর্তমানে ইংরেজি গানের প্রবাহ কম। কিন্তু হিন্দি গানের দাপট যেনো বেড়েই চলেছে।'

এতো হিন্দি ক্যাসেট চলার পেছনে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোকে দায়ী করা হয়। কোনো হিন্দি ছবির মুক্তির আগেই তার গানগুলো স্যাটেলাইট চ্যানেলে চলে আসে। কোনো গান হিট হয়ে গেলেই লাখ লাখ কপি এখানে নকল হয়। সবগুলো অডিও প্রতিষ্ঠানের দাবি পাইরেসির ফলেই অডিও এখন শিল্পে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে পাইরেসি অপরাধ নয়। এই সুযোগই নেয় ব্যবসায়ীরা। এতে লাভও অনেক বেশি। কারণ বিজ্ঞাপন ও শিল্পীকে সম্মানী দিতে হয় না। এ বিষয়ে পার্থ বলেন, 'হিন্দি ভাষাকে ভারত সারা পৃথিবীতে প্রমোট করেছে। বাংলা ভাষাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। স্যাটেলাইট চ্যানেল খুললেই দর্শক হয় হিন্দি ছবি নয় হিন্দি গান দেখছে। আমাদের ক্ষেত্রে এমন হচ্ছে না। ফলে হিন্দি গান দর্শকদের মনে দাগ কাটছে। আর কোয়ালিটি মিউজিকও ওখানে হচ্ছে। আমরা এখানে ব্যর্থ হয়েছি। কিছু করার নেই। হিন্দি গানকে মোকাবেলা করতে হবে আমাদের গান দিয়েই।'

মমতাজ বলেন, 'হিন্দি গানকে ঠেকানো যাবে না। কারণ স্যাটেলাইট চ্যানেল তো বন্ধ করে দিতে পারবো না। আর ঠেকাতে যাবোই বা কেন? আমরা যদি ভালো গান, ভালো সুর, ভালো ক্যাসেট করি তবে হিন্দি গানের জনপ্রিয়তা এমনিতেই কমবে। এজন্য মাটির গান, দেশের বেশির ভাগ মানুষের জন্য গান করতে হবে।

হিন্দি ক্যাসেটের পাইরেসির কারণে বর্তমানে অডিও বাজারে দেশী অডিও শিল্প যে মার খাচ্ছে সব ব্যবসায়ীই কমবেশি একথা স্বীকার করলেন। সংগীতার সেলিম খান বললেন, 'শ্রোতা বাড়ছে প্রতিদিন। আমাদের এখন প্রয়োজন আব্দুল আলীম, আব্বাস উদ্দিনের মতো শিল্পী, যাঁদের গান বছরের পর বছর টিকে থাকবে। নিদেন পক্ষে এখন মমতাজের মতো আরো ৮/১০ জন শিল্পী প্রয়োজন। তবেই শ্রোতারা হিন্দি ক্যাসেট বিমুখ হয়ে পড়বে। এর কোনো বিকল্প নেই।' সাউন্ডটেকের সুলতান মাহমুদ বাবুল বলেন, 'অডিও শিল্পের ভবিষ্যৎ ভালো। এই শিল্পকে এগিয়ে নিতে হলে পাইরেসি বন্ধের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। কপিরাইটের যে আইন হয়েছে তার সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকার যদি এই একটি জায়গায় শক্ত পদক্ষেপ নেয় তবে আমরা এগিয়ে যাবো। দেশীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোও স্থানীয় শিল্পীদের নতুন অ্যালবামের প্রচার শুরু করেছে।'

এ প্রসঙ্গে ভারতের লোক সংগীত শিল্পী তীজন বাঈর কথা বলা যায়। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু গানের গলা ছিলো অসাধারণ। যে এলাকায় থাকতেন তীজন সেখানকার স্থানীয় গান গাইতেন তিনি। তার বিষয়ও আমাদের মমতাজের মতো, শাস্ত্র নিয়ে গান

পাইরেসির ফলে দেশীয় শিল্পীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে

সেলিম খান, *স্বত্বাধিকারী, সংগীতা*

সাপ্তাহিক ২০০০ : সংগীতা থেকে এ পর্যন্ত কতো অ্যালবাম বেরিয়েছে? আইটেমের সংখ্যা কতো?

সেলিম খান : ১৯৮৫ সালে আমরা অডিও ব্যবসা শুরু করি। আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার অ্যালবাম বেরিয়েছে। কপির সংখ্যা বলা সম্ভব না। তবে ফোক অ্যালবামের সংখ্যাই বেশি।

২০০০ : কেন ফোক অ্যালবাম বেশি করেন? ফোক গানের মধ্যে কার ক্যাসেট বেশি চলে?

সেলিম : ফোক অ্যালবাম বেশি করার কারণ অডিও'র মূল ক্রেতারা গ্রামেগঞ্জে বাস করে। তারা ফোক গানই পছন্দ করে। ফোক গানের ক্ষেত্রে অবশ্যই এগিয়ে আছেন মমতাজ। তিনি ফোক গানের আদর্শ। মডার্ন ফোকের মধ্যে ডলি সায়ন্তনী, বেবি নাজনীনের ক্যাসেট বেশি চলে।

২০০০ : মমতাজের ক্যাসেট বেশি চলার বিশেষ কোনো কারণ আছে?

সেলিম : কারণ তো আছেই। শ্রোতারা তার গান পছন্দ করে। শ্রোতাদের কাছে তার চাহিদা কল্পনাও করতে পারবেন না। আমরাই মমতাজের ২৫টি অ্যালবাম করেছি। গ্রাম-বাংলার মানুষের বিনোদনের মাধ্যম হচ্ছে গান। সহজ, প্রাঞ্জল ও গ্রামীণ জনপদের ভাষায় গান গাওয়ার জন্য তার চাহিদা অনেক বেশি।

২০০০ : পাইরেসির ওপর অডিও বাজার হুমকির সম্মুখীন, আপনি কি মনে করেন?

সেলিম : পাইরেসির ওপর নির্ভর করেই অডিও শিল্প প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এতে প্রোডাকশনও বাড়ছে। হিন্দি গানের ব্যাপক চাহিদা বাংলাদেশে এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন না। বর্তমানে পাইরেসির ফলে দেশীয় শিল্পীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু একেবারে হুমকির সম্মুখীন নয়।২০০০ : কপিরাইট আইনের কথা শোনা যাচ্ছিলো...

সেলিম : আইন হয়েছে, বাস্তবায়ন নেই। কপিরাইট আইন হলে ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের উভয়েরই সুবিধা।

২০০০ : অডিও শিল্পের বর্তমান অবস্থা থেকে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো পরিকল্পনা আপনাদের আছে কি?

সেলিম : সব ব্যবসায়ীরই থাকে। কিন্তু সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা নেই। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। এবার বাণিজ্য মেলায় আমরা স্টল দিতে চেয়েছিলাম। সরকার আমাদের আবেদন নাকচ করে দেয়। অথচ ভারতীয় কোম্পানি এইচএমভিকে স্টল বরাদ্দ দিয়েছিলো। সরকারের একচোখা নীতি আমাদের উন্নয়নের বাধা। অথচ বাণিজ্য মেলায় অডিও'র স্টল থাকলে দর্শকরা দেশীয় অডিও শিল্পের ওপর রেখাপাত করতে পারতো।

২০০০ : আপনারা তো বিখ্যাতদের অ্যালবাম বের করেন। নতুন শিল্পী তুলে আনার উদ্যোগ নিচ্ছেন না কেন?

সেলিম : কথাটা ঠিক নয়। আমরা নতুনদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। সংগীতার মতো এ কাজটি আর কেউ করে না।

২০০০ : ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা...

সেলিম : আমাদের প্রোডাকশনের প্রদর্শনী করাই আপাতত আমাদের লক্ষ্য।

রুহুল তাপস

মমতাজের গানে দেশের মানুষ, শেকড়ের কথা থাকে

সুলতান মোহাম্মদ বাবুল
স্বত্বাধিকারী, সাউন্ডটেক

সাপ্তাহিক ২০০০ : বর্তমান অডিও বাজারের অবস্থা কেমন?

সুলতান মোহাম্মদ বাবুল : ভালো না। অনেক কারণে ভালো নয়। গত বছর জুন পর্যন্ত অডিও বাজারের ব্যবসা রমরমা ছিলো।

২০০০ : পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ফিল্মের মতো অডিও বাজার বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুতগতিতে। তারা এখন দেশের বাইরের মার্কেটগুলো ধরছে।

সুলতান : ওদের মতো আমাদের দেশপ্রেম আছে? ভারতের মিডিয়াগুলো বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেভাবে হিন্দি গানকে প্রমোট করছে, আমাদের এখানে কি তা হচ্ছে? হচ্ছে না। সে কারণেও ভারত তাদের মিডিয়ার কল্যাণেই বিশ্ব মার্কেটে জায়গা দখল করে নিচ্ছে। ওদের সরকার সাহায্য করছে। বাংলাদেশের সরকারের এদিকে কোনো খেয়াল নেই। ইদানীং আমাদের ভিজ্যুয়াল মিডিয়া কিছুটা হলেও অডিওর বিজ্ঞাপন যাচ্ছে। এটা ভালো উদ্যোগ। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিয়মিত নতুন অডিও'র গানগুলো গেলে আমাদের বাজারেরও প্রসার ঘটবে।

২০০০ : বাংলাদেশে হিন্দি ক্যাসেট গড়ে বেশি চলে- কারণ কি ?

সুলতান : হিন্দি একটা ক্যাসেট বিক্রি হয় ১৫ থেকে ২০ টাকায়। আমাদের ক্যাসেট ২০ থেকে ২৫ টাকায়। দাম কম বলে শ্রোতারা হিন্দি ক্যাসেট কেনে। তাছাড়া ওদের গানের মান আমাদের চেয়ে ভালো। এটাও একটা ব্যাপার।

২০০০ : পাইরেসি হচ্ছে বলেই কি ক্যাসেটের দাম কম হচ্ছে?

সুলতান : পাইরেসি একমাত্র কারণ নয়। আমাদের ক্যাসেটও কপিয়ার ও কালার মেশিনের মাধ্যমে হুবহু পাইরেসি হচ্ছে। ফলে শ্রোতারা নিম্নমানের ক্যাসেট কম দামে কিনছে। বাংলাদেশের ক্রেতাদের ক্ষমতা কম। এজন্যও ক্যাসেটের দাম কম করা হয়। আসলে কপিরাইট ছাড়া তো পাইরেসি বন্ধ করা সম্ভব না। এছাড়াও আব্দুল আলীম, আব্বাস উদ্দিন, মমতাজের মতো শিল্পী আমাদের প্রয়োজন। তাহলে ভালো গান হবে। ভালো গান হলে বাইরের ক্যাসেট এখানে পাইরেসির প্রবণতা কমে যাবে। তবে পাইরেসি আমাদের মারাত্মক ক্ষতি করছে। আবার শ্রোতারা একটু সচেতন হলেই পাইরেসি বন্ধ করা সম্ভব।

২০০০ : প্রসঙ্গ বদলাই, আমাদের দেশীয় শিল্পীদের নিয়ে কথা বলা যায়। মমতাজের ক্যাসেট আপনার নিয়মিত করছেন। এই জুলাই পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে তার চুক্তিও রয়েছে। পত্র-পত্রিকায় এসেছে, বাংলাদেশের ইতিহাসে চুক্তির অঙ্কটা একটা রেকর্ড। বিষয়টা খুলে বলবেন কি?

সুলতান : মৌখিক একটা চুক্তি এ জুলাই পর্যন্ত আছে সত্যি। কিন্তু অঙ্ক নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি রকমের প্রচার হয়েছে। আরও অনেক শিল্পীর সঙ্গে সাউন্ডটেকের চুক্তি আছে। সেগুলো নিয়ে কথা হয়নি। মমতাজ যেহেতু দেশের বেস্ট সেলার শিল্পী, এ কারণেই কথা উঠেছে।

২০০০: এস.ডি রুবেল, মনির খান, আইয়ুব বাচ্চু, জেমস, তপনদের বাদ দিয়ে মমতাজ কেন বেস্ট সেলার শিল্পী? ব্যবসায়ী হিসেবে আপনার কি মনে হয়?

সুলতান : যাদের কথা বলেছেন তারা প্রত্যেকেই দেশে জনপ্রিয় শিল্পী। তাদেরও অনেক ক্যাসেট চলে। কিন্তু মমতাজের কথা আলাদা। তার গানে দেশের মানুষের শেকড়ের কথা থাকে। তার গানে যেমন প্রেম-ভালোবাসার আধিক্য নেই আবার শহুরেপনাও নেই। একেবারে খেটে খাওয়া মানুষ যারা উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত, তাদের জীবনের কথা সহজ-সরল ভাষায় মমতাজ গানে নিয়ে আসেন। এখানেই মমতাজ আলাদা। এ কারণেই তিনি সফল।

২০০০ : মমতাজ ও অডিও বাজার তুলনা করবেন কি?

সুলতান : অডিও বাজারের শ্রোতা নিয়মিতই বাড়ছে। শহরের তুলনায় গ্রামেও এই হার বাড়ছে। মমতাজের মতো আরো অনেক শিল্পী তৈরি করতে পারলে শ্রোতা আরও বাড়বে। শ্রোতা বাড়লে অডিও বাজারও বাড়বে। সাময়িক কিছু বাধার কারণে এ শিল্পের কিছু স্থির হয়ে গেছে। এই স্থবিরতা কাটাতে হলে সরকার, শিল্পী, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি দেশীয় গানের চর্চা যতো বাড়বে, অডিও শিল্পের ভবিষ্যৎও ততো ভালো।

রুহুল তাপস

করতেন। গান শুনে সেখানকার স্থানীয় একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তীজন বাঈকে সারা পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করে দেন। আশির দশকের শেষ দিকে তিনি নাগরিক নাট্য দলের আমন্ত্রণে বাংলাদেশেও গান করে গেছেন। এখন হিন্দি গানকে রুখতে হলে মমতাজদের বিশ্ব সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

চিরন্তন ধারা

আমরা বৈঠকী আড্ডায় বলি 'আমাদের সংস্কৃতি', 'আমাদের ঐতিহ্য'। এই আমাদের বলতে আমরা কি বোঝাতে চাই? কি আমাদের সংস্কৃতির কাঠামো রূপ এবং বলয়? 'আমাদের সংস্কৃতির শক্তি এখন কতোটা সেটা নিয়ে বিতর্ক আগেও ছিলো, এখনও আছে। মাইকেল জ্যাকসনকে শেষ পর্যন্ত জাপানও ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

আমাদের দেশেই আমরা সংস্কৃতির নানা অবস্থানে এবং সংস্কৃতির নানা বলয়ে অবস্থান নিয়েছি। একটা বাড়ির ভেতরেই আছে সাংস্কৃতিক নানা বিভাজন। বাড়ির তরুণতর ছেলেটা হয়তো শুনছে জেমসের গান কিংবা ব্রিটনি স্পিয়ার্স, আবার একই বাড়িতে বাজে লালন, মারফতি এমনকি মাইজ ভান্ডারি।

আমরা কোন সাংস্কৃতিক বলয়ের অন্তর্গত বা কোনটা আমাদের মূলধারা? টিভি চ্যানেল-গুলোর আধিপত্যে আমরা আজ সবই দেখছি। বিনোদন সংস্কৃতি নিচ্ছে আন্তর্জাতিক চেহারা।

নতুন সহস্রাব্দে এসে আমাদের সংস্কৃতির স্বকীয়তার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এখানে বিষয় নয়, বিষয় আমাদের সংস্কৃতির স্বরূপ। বহিরাগত সংস্কৃতি প্রতিরোধে কোনো কাঁটাতার নেই। অবধারিত তার অনুপ্রবেশ। এই অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারে মমতাজেরাই। লোকজ গান হতে পারে প্রধান অস্ত্র। স্বাধীনতার পর একজন আজম খান যে স্রোত তৈরি করেছিলেন আধুনিক গতির সঙ্গে লোকজ ধারার মিশ্রণ ঘটিয়ে। অথবা যা করেছিলো বেদের মেয়ে জোসনা।

পৃথিবীর সব দেশেই সবচে' জনপ্রিয় তার লোকজ সুর, লোকজ গান। বিটিভির দর্শক জরিপে সবচে' জনপ্রিয় অনুষ্ঠান মরমী অথবা হিজল তমাল, একুশে টেলিভিশনের যেমন বাউলিয়ানা। এটাই চিরায়ত ধারা।

বদলে যাচ্ছে লোকজ সংস্কৃতির মূলধারা

আমরা আমাদের মূলধারাকে এখনো চিহ্নিত করতে পারিনি। চিহ্নিত করতে পারিনি নিজেদের সংস্কৃতিকেও। ব্রাজিলের লাম্বাডা সুর এক সময় ঝড় তুলেছিলো ঢাকার দশটা পাঁচটা রিকশা টিভি ড্রইং ডাইনিং নাগরিক জীবনে, সেই সুর আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু সেই গান রয়ে গেছে ব্রাজিলে, রয়ে যাবে গ্রামে রাতের অনুষ্ঠানে আগুনের উৎসবে।

'মন চাইলে মন পাবে' গান একদিন মানুষ ভুলে যাবে কিন্তু বাংলাদেশের কোনো গ্রামে অনাবৃষ্টি হলে কেউ একজন গান ধরবে আল্লাহ মেঘ দে...